

ত্রিপুরা সরকার  
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার  
\*\*\*\*\*

স-২৭১

আগরতলা, ২৮ এপ্রিল, ২০২৬

**আম্বেদকর ও জাতীয় সংহতি শীর্ষক আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত**  
**সমাজে অম্প্শ্যতা ও অশিক্ষা দূর করার জন্য আম্বেদকর**  
**সারা জীবন লড়াই করেছেন : তপশিলি জাতি কল্যাণ মন্ত্রী**

ভারতরত্ন ড. বি.আর. আম্বেদকর ছিলেন একজন দার্শনিক, অর্থনীতিবিদ ও সমাজ সংস্কারক। তিনি পৃথিবীর সর্ববৃহৎ সংবিধান আমাদের উপহার দিয়ে গেছেন। সমাজে অম্প্শ্যতা ও অশিক্ষা দূর করার জন্য আম্বেদকর সারা জীবন লড়াই করে গেছেন। তাই ড. আম্বেদকরের আদর্শ, চিন্তাধারা, মত ও পথ নতুন প্রজন্মকে অনুসরণ করতে হবে। আজ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের ১ নং হলে ড. বি.আর. আম্বেদকরের ১৩৬তম জন্মজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত ড. বি.আর. আম্বেদকর এবং জাতীয় সংহতি শীর্ষক আলোচনাচক্রে প্রধান অতিথির ভাষণে তপশিলি জাতি কল্যাণ মন্ত্রী সুধাংশু দাস একথা বলেন। তপশিলি জাতি কল্যাণ দপ্তর এবং পশ্চিম জেলা প্রশাসন যৌথভাবে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানের শুরুতে ড. আম্বেদকরের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে তপশিলি জাতি কল্যাণমন্ত্রী সুধাংশু দাস ড. আম্বেদকরের শৈশব, কৈশোর, শিক্ষাজীবন ও কর্মজীবন তুলে ধরে বলেন, নানা প্রতিকূল পথ অতিক্রম করে ড. আম্বেদকর নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তাই যে সকল ব্যক্তি দেশে মহান হয়েছেন তাদের বিষয়ে বর্তমান প্রজন্মের ছাত্রছাত্রীদেরকে জানতে হবে। কেননা, যারা ইতিহাসকে জানে না, তারা ইতিহাস রচনা করতে পারে না।

তিনি বলেন, ড. আম্বেদকর সারা জীবন দেশের অম্প্শ্যতা, দারিদ্র্য, অশিক্ষা, অসাম্য ও নারী শিক্ষার জন্য আন্দোলন করে গেছেন। তিনি বলতেন, জ্ঞানের দ্বারা অন্ধকার ও অজ্ঞানতাকে দূর করা যায়। শিক্ষা হচ্ছে এমন একটি আন্দোলন যা অন্ধকার থেকে ব্যক্তিকে আলোর দিকে নিয়ে যায়। রাজ্যে শিক্ষার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তিনি বলেন, তপশিলি জাতি কল্যাণ দপ্তর রাজ্যের তপশিলি জাতি অংশের ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার উন্নয়নে পি ম্যাট্রিক ও পোস্ট ম্যাট্রিক স্কলারশিপের সংস্থান রেখেছে। এছাড়া এই দপ্তর তপশিলি জাতি অংশের ছাত্রছাত্রীদের এম.বি.বি.এস., ইঞ্জিনিয়ারিং, ফরেস্ট্রি, বি.এড. প্রভৃতি কোর্সে পড়াশোনার জন্য আর্থিক সহায়তা করছে। এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করার জন্য তিনি ছাত্রছাত্রীদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি ছাত্রছাত্রীদের দক্ষতা ও ব্যক্তিত্ব গড়ে নিজেকে মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

২-এর পাতায়

অনুষ্ঠানে রাজ্যসভার সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য আলোচনায় অংশ নিয়ে বলেন, ড. আশ্বেদকর ভারতবর্ষ থেকে অস্পৃশ্যতা দূর করে এক নতুন পথ দেখিয়ে গেছেন। ড. আশ্বেদকর সমাজকে একত্রিত করার জন্য লড়াই করে গেছেন। তিনি দেশের সংবিধানে নারীদের জন্য অধিকার দিয়ে গেছেন। সাংসদ বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ড. আশ্বেদকরের আদর্শ অনুসরণ করে কাজ করছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ড. আশ্বেদকরের শিক্ষা, দীক্ষা, চৈতন্যভূমি, মহাপরিনির্বাণস্থল সহ মোট ৫টি স্থানকে পঞ্চতীর্থ হিসেবে ঘোষণা করেছেন। সভাপতির ভাষণে পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি বিশ্বজিৎ শীল ড. আশ্বেদকরের বিষয়ে অধ্যয়ন করার আহ্বান জানান। তিনি ছাত্রছাত্রীদের লক্ষ্য স্থির রেখে সামনে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান। এছাড়া আলোচনায় অংশ নেন নরসিংগড়স্থিত টি.আই.টি.র অধ্যাপক জয়ন্ত চক্রবর্তী। স্বাগত বক্তব্যে তপশিলি জাতি কল্যাণ দপ্তরের সচিব ড. দীপা ডি. নায়ার বলেন, ড. আশ্বেদকর ছিলেন সংবিধানের স্থপতি। তাঁর জীবনের মূল তিনটি মন্ত্র ছিল শিক্ষিত হও, সংগঠিত হও এবং সংঘর্ষ করো।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র মণিকা দাস দত্ত, পশ্চিম জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক অরুণ দেব এবং তপশিলি জাতি কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা জয়ন্ত দে। অনুষ্ঠানের আগে তপশিলি জাতি কল্যাণ মন্ত্রী সহ অতিথিগণ ড. আশ্বেদকরের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

এদিকে, এবছর ড. আশ্বেদকর স্মৃতি পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন ধলাই জেলার হালাহালির প্রাক্তন শিক্ষাবিদ ক্ষিতিশ দাস। অসুস্থতার জন্য তিনি অনুষ্ঠানে আসতে পারেননি। পরে দপ্তর থেকে তাকে মানপত্র ও ২৫ হাজার টাকার চেক দেওয়া হবে। এছাড়া আজ এই অনুষ্ঠানে তপশিলি জাতি কল্যাণ মন্ত্রী সহ অতিথিগণ বিদ্যালয়স্তরে রাজ্যভিত্তিক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় (নবম থেকে দ্বাদশ) ১ম, ২য় ও ৩য় স্থানাধিকারী রাজদ্বীপ পাল, নিপু দাস এবং প্রিন্স দাসকে যথাক্রমে ১০ হাজার টাকা, ৭ হাজার টাকা এবং ৫ হাজার টাকার চেক ও মানপত্র দিয়ে পুরস্কৃত করেন। এছাড়া মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়স্তরে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থানাধিকারী ইনো অধিকারী, অংশিতা চৌধুরী এবং মোনালি দেবনাথকে অতিথিগণ যথাক্রমে ১০ হাজার টাকা, ৭ হাজার টাকা এবং ৫ হাজার টাকার চেক ও মানপত্র দিয়ে পুরস্কৃত করেন। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন বিশিষ্ট শিল্পীগণ। অনুষ্ঠানে মন্ত্রী ড. আশ্বেদকরের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে একটি স্মারক গ্রন্থের আবরণ উন্মোচন করেন।

\*\*\*\*\*